তারিখ ..3 1 JUL 2016.....
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম....৬......

দৈনিক
ইত্তেফাক

দেড়শ' বছরেও জাতীয়করণ হয়নি মহারানী স্বর্ণময়ী স্কুল এন্ড কলেজ

■ জাহাঙ্গীর আলম সরদার, উলিপুর (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

কুড়িগ্রাম জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন বিদ্যাপীঠ উলিপুর মহারানী স্বর্ণময়ী স্কুল এন্ড কলেজ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে দীর্ঘ দেড়শ' বছরেও জাতীয়করণ করা হয়নি। এক সময় বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সেলিম আল দীন, কবি কালিদাস শেখরসহ অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিদের পদচারণায় মুখরিত ছিল এ বিদ্যাপীঠ। স্বাধীনতা যুদ্ধে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। এ প্রতিষ্ঠানের গর্বিত ছাত্র প্রকৌশলী আবুল কাশেম চাঁদ '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে 'চাঁদ কোম্পানী' গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের গর্বিত ছাত্র শওকত আলী সরকার বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত হন। এছাড়াও স্বাধীনতা যুদ্ধে এ প্রতিষ্ঠানের কয়েক শত ছাত্র অংশ নেয়। কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠানটি বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে হাতে গোনা দু'একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে উত্তরাঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এ বিদ্যাপীঠের ফলাফলও ঈর্ষণীয়। কাশিম বাজারের জমিদার মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের বিধবা পত্নী মহিয়সী মহারানী স্বর্ণময়ী বাহারবন্দ পরগনার প্রজা সাধারণের সন্তানদের বিদ্যাদানের উদ্দেশ্যে প্রায় দেড় শতাধিক বছর পূর্বে ১৮৬৮ সালে উলিপুর মহারানী স্বর্ণময়ী বিদ্যালয় নামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদপদ বাহারবন্দ পরগনার মানুষদের মাঝে শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের মহৎ উদ্দেশ্যে মহারানী তাঁর প্রায় ৫ একর জমি বিদ্যালয়টির নামে দান করেন। এমনকি মহারানী নিজেই পালকিতে চড়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে এ বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহ করেন। ১৯৯৭ সালে এতে কারিগরি শাখা ও ১৯৯৯ সালে মহাবিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।

এক সময় উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষার্থীরা এ প্রতিষ্ঠানটিতে লেখাপড়া করতে আসতো। এ বিদ্যাপীঠটিকে ঘিরেই উলিপুর শিক্ষানগরী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে একটি প্রশাসনিক ভবনসহ ৫টি বহুতল ভবন রয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়, কারিগরি ও মহাবিদ্যালয়ের জন্য রয়েছে আলাদা-আলাদা ভবন ও ক্লাশ রুম। প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন ফিডার স্কুল হিসেবে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। এছাড়াও খেলার মাঠ ও দু'টি পুকুর রয়েছে। খেলাধুলা ও শরীর চর্চার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২ হাজার ২শ' ৬৪জন শিক্ষার্থী ও ৭০ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে প্রাচীনতম এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণের বাইরেই রয়ে গেছে। অধ্যক্ষ আব্দুল কাদেরসহ ছাত্র-ছাত্রী এবং এলাকার বিশিষ্টজনরা প্রাচীন এ প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণের জন্য প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদৃষ্টি ও হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।